বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়লেও অনেক পরিবার ও সমাজে এখনো নানা ভুল ধারণা, কুসংস্কার, নেতিবাচক মনোভাব এবং সামাজিক বাধা রয়েছে। এসব ধারণা সব পরিবার বা সমাজে সমানভাবে প্রচলিত নয়।

তবে বাস্তব জীবনে এ ধরনের মনোভাব একজন ব্যক্তির শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সম্পর্ক, আত্মবিশ্বাস ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

CDD Centre for Disability in Development
Bringing hope, dignity and meaning to life

sense international

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: প্রতিবন্ধিতা কোনো পাপ, অভিশাপ কিংবা অতীতের খারাপ কাজের শাস্তি

বাস্তবতা: প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। জন্মগত অবস্থা, জিনগত কারণ, অসুস্থতা, সংক্রমণ, আঘাত কিংবা বার্ধক্যসহ নানা বিষয়। কাউকে তাঁর প্রতিবন্ধিতার জন্য দোষারোপ করার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। এর সঙ্গে পাপ-পুণ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিশ্বাসের কারণে অনেক পরিবার সন্তানকে লুকিয়ে রাখে, ফলে শিশুটি শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়।



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: প্রতিবন্ধী সন্তানকে বড় করা মানেই পরিবারের কষ্ট, লজ্জা ও আর্থিক বোঝা।

বাস্তবতা: যথাযথ সহায়তা, একীভূত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুযোগ পেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও নিজেদের সক্ষমতা বিকাশ করতে পারেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং পরিবার ও সমাজে অবদান রাখতে পারেন। তাঁদের 'বোঝা' বানিয়ে ফেলে প্রবেশগম্যতার অভাব এবং সুযোগের বৈষম্য।

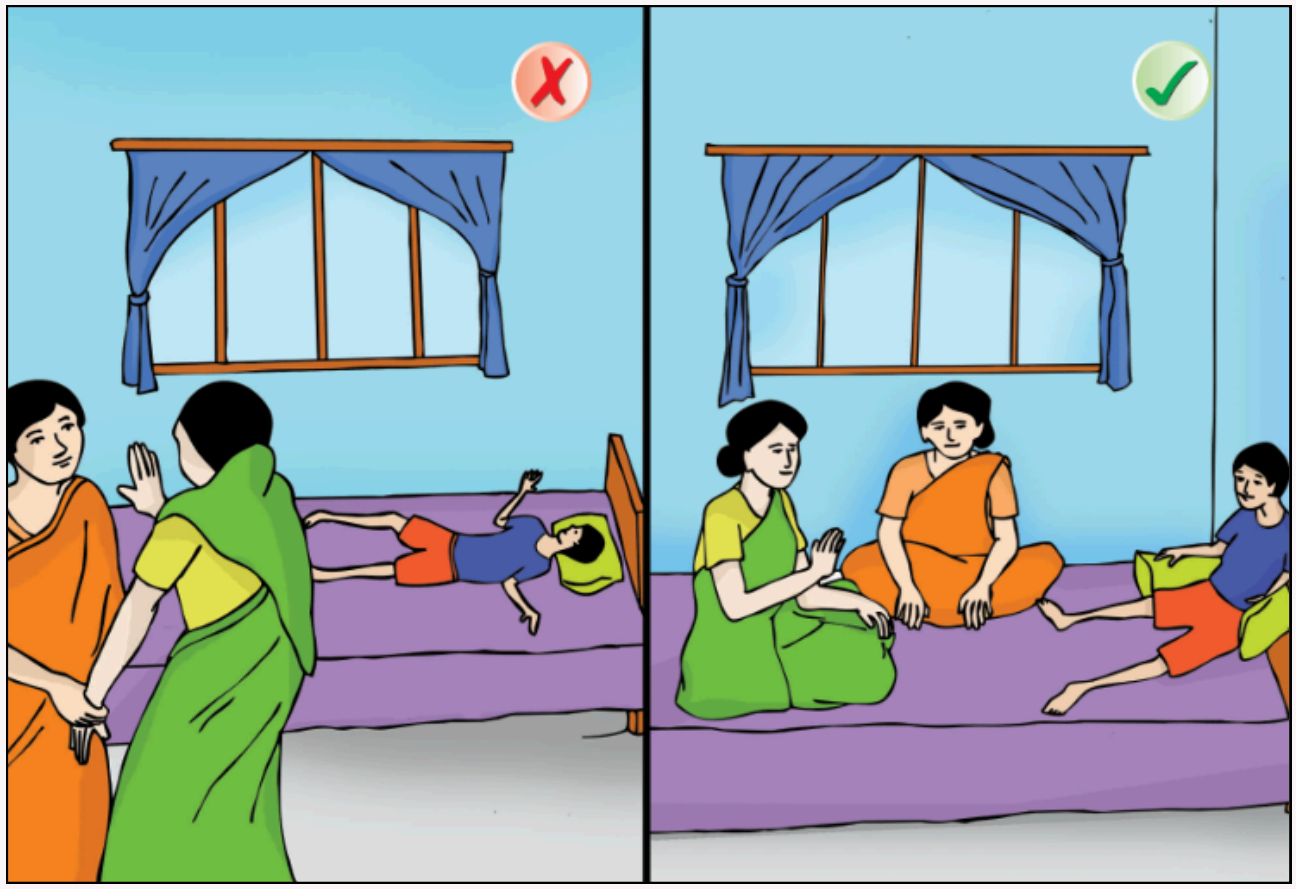


বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: কথা বলতে, শুনতে বা দেখতে অসুবিধা হলে ব্যক্তি হয়তো কিছু বোঝেন না।

বাস্তবতা:

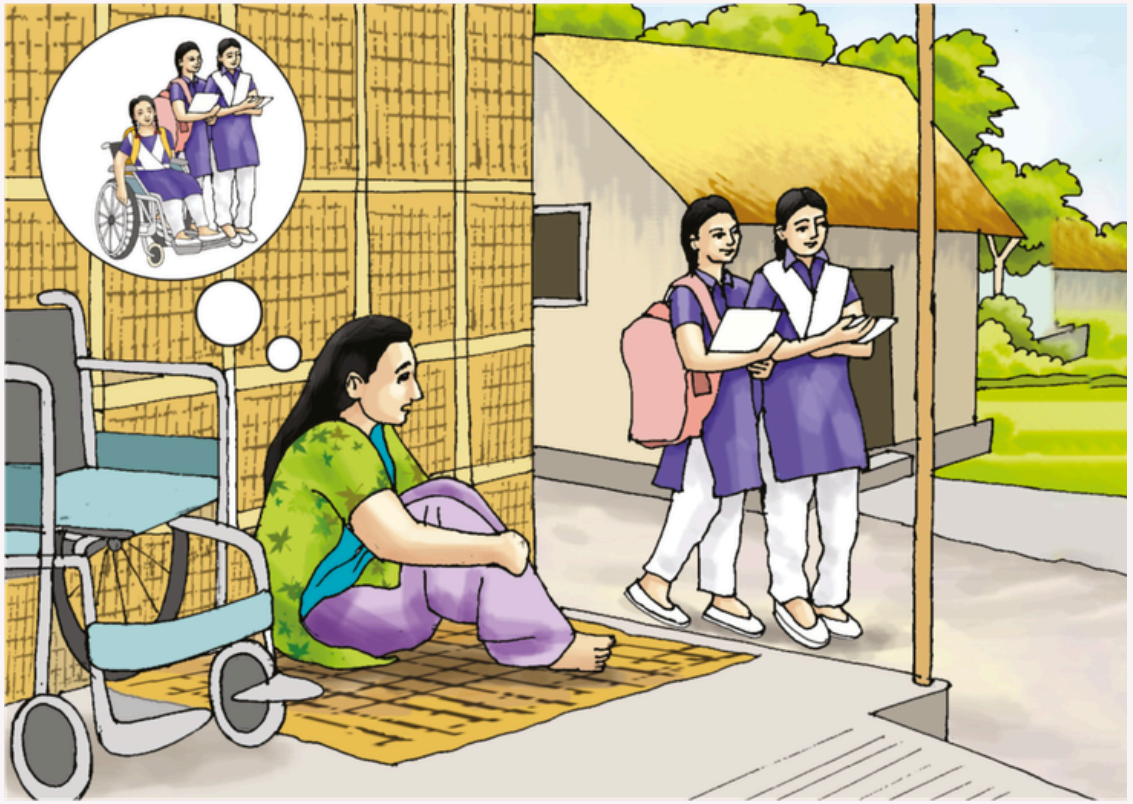
যোগাযোগের ধরন বা সংবেদনগত সীমাবদ্ধতা বুদ্ধিমত্তার নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। উপযুক্ত যোগাযোগ পদ্ধতি, শেখার উপকরণ ও সহায়তা পেলে ব্যক্তি নিজের চিন্তা, পছন্দ ও সক্ষমতা প্রকাশ করতে পারেন।



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: তারা পড়াশোনা করে কী করবে? তাদের ঘরে রাখাই ভালো।

বাস্তবতা: প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার রয়েছে। উপযুক্ত পাঠদান, ব্যক্তিগত সহায়তা, প্রবেশগম্য উপকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে প্রতিবন্ধী শিশুরাও শিখতে ও এগিয়ে যেতে পারে।



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারবেন না বা তাঁদের পরিবার গড়ার সামর্থ্য নেই।

বাস্তবতা: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও ভালোবাসা, সম্পর্ক, পরিবার ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। সম্পর্ক, ভালোবাসা, বিয়ে ও পরিবার গঠন প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার।

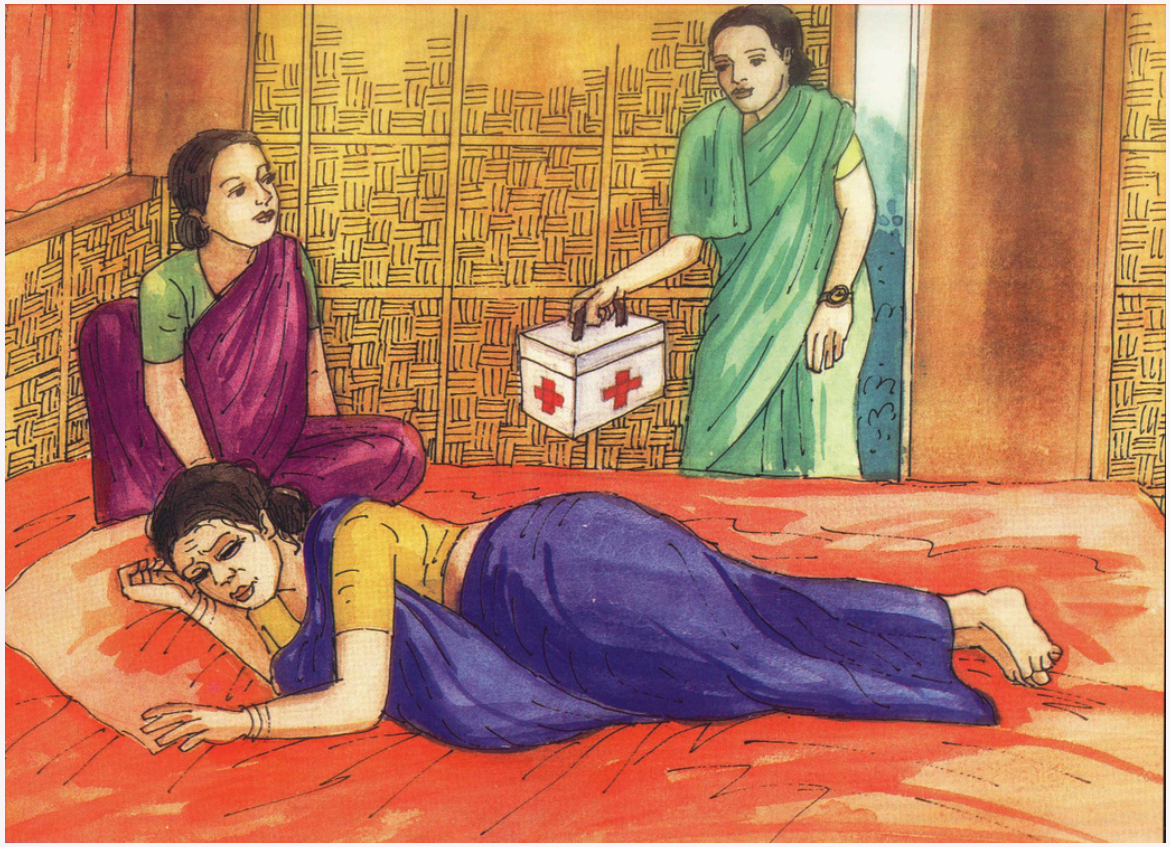
জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশনও (CRPD) এই অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। বিশেষ করে নারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই ধরনের বৈষম্যের শিকার বেশি হন। তাঁদের সক্ষমতা ও পছন্দকে ব্যক্তিভেদে মূল্যায়ন করা উচিত।



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: মায়ের কোনো দোষ বা অসতর্কতার কারণেই সন্তান প্রতিবন্ধী হয়।

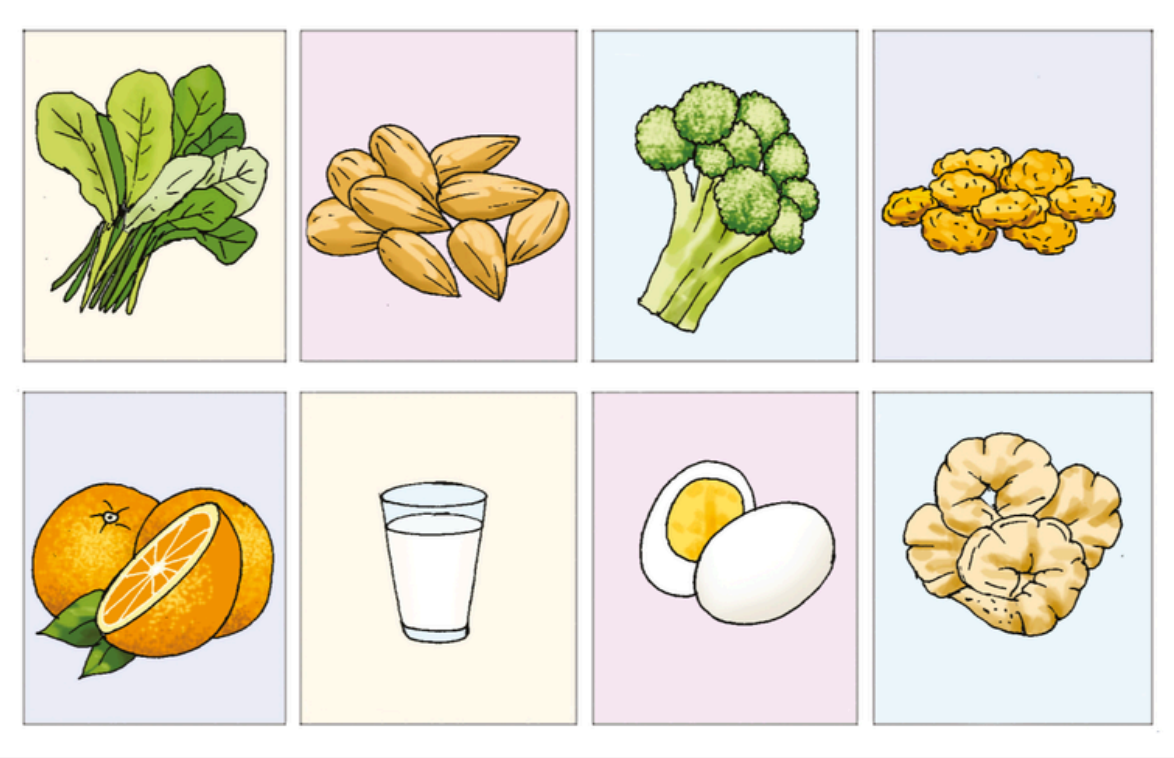
বাস্তবতা: শিশুর প্রতিবন্ধিতার পেছনে থাকতে পারে রোগ, অপুষ্টি, দুর্ঘটনা, ভুল চিকিৎসা, জন্মকালীন জটিলতা কিংবা বংশগত কারণ। এর কোনোটিই মায়ের একার দায় নয়। বরং সচেতনতা ও সময়মতো স্বাস্থ্যসেবার অভাবই অনেক ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। মাকে দোষারোপ না করে তাঁর পাশে দাঁড়ানো জরুরি।



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: ‘ওকে ভালো খাবার দিয়ে কী হবে? সে তো প্রতিবন্ধী। উল্টো খেয়ে ঘর নোংরা করবে।’

বাস্তবতা: পুষ্টির প্রয়োজন সবার সমান, আর অনেক ক্ষেত্রে বেশিও। পুষ্টিহীনতা প্রতিবন্ধিতার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। খাওয়ার সময় সহায়তা দেওয়া পরিবারের দায়িত্ব, এটি কোনো বিরক্তির কারণ নয়।



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: ‘ও তো খেলতে পারবে না, ওকে আলাদা ঘরে রাখাই ভালো।’

বাস্তবতা: সব শিশুর মতো প্রতিবন্ধী শিশুও খেলতে ভালোবাসে। খেলাধুলা ও মেলামেশা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক। উপযুক্ত সহযোগিতা পেলে তারাও পরিবারের সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠতে পারে।



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: ‘ওর দ্বারা কিছু হবে না, ওকে সারাজীবন বসিয়ে খাওয়াতে হবে।’

বাস্তবতা: উপযোগী কাজের ধরন, সহায়ক উপকরণ ও প্রবেশগম্য পরিবেশ পেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও উপার্জনশীল হয়ে উঠতে পারেন। দরকার দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও সুযোগ, করুণা নয়।



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিরকালের শিশু বা "নিষ্পাপ" ভাবা হয়, তাই তাঁর যৌনতা ও সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা অস্বীকার করা হয়।

বাস্তবতা: অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও ভালোবাসা, সম্পর্ক ও যৌন চাহিদা থাকে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করলে তাঁরা শরীর ও সম্পর্ক বিষয়ে সঠিক তথ্য পান না, যা তাঁদের যৌন নির্যাতন ও শোষণের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই বয়স ও সক্ষমতা অনুযায়ী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা জরুরি।



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও সামাজিক বাধা

প্রচলিত ধারণা: 'ও তো প্রতিবন্ধী, ওর মাসিক হবে না। এসব নিয়ে ওর ভাবার দরকার নেই।'

বাস্তবতা: প্রতিবন্ধী কিশোরী ও নারীরও মাসিক, প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত তথ্যের সমান প্রয়োজন আছে। কেউ তাঁদের এ বিষয়ে কিছু না জানালে নিজের শরীরের পরিবর্তন নিয়ে তাঁরা ভয় পান বা বিভ্রান্ত হন, আর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধিও মানতে পারেন না। শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী তাঁদের বাড়তি যত্ন, সহায়ক ব্যবস্থা ও প্রবেশগম্য স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন হতে পারে।

